মুজিবনগরে গলাই ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

মুজিবনগরে গলাই ফাঁস দিয়ে সৈকত মন্ডল(২১) নামের এক যুবক আত্মহত্য করেছে।নিহত সৈকত মন্ডল মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর পূর্ব পাড়ার মৃত, ডিউক শ্যামল মন্ডল ওরেফে বাপীর ছেলে।

মঙ্গলবার রাত বারোটার পর থেকে দুপুর ১ টার ভিতর যে কোন সময় তার নিজ ঘরে আত্মহত্যা করেছে বলে যানায় স্থানীয়রা।

তবে মঙ্গলবার দুপুর একটার পর বাড়ির লোকজন ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ দেখতে পায়।
পরে বাড়ির পাশের লোকজন ও পুলিশকে খবর দেয় তারা।

এদিকে পুলিশ জানার পর পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, ঘটনা শোনার পর পরই পুলিশ ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে। আত্মহত্যার বিষয়ে কোন ধরনের সন্দেহ নাই। এবং পরিবারের পক্ষ থেকে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এদিকে পরিবারের পক্ষ থেকে দাফন করার অনুমতি চাইলে জেলা প্রশাসক স্যার ময়নাতদন্ত ছাড়ায় লিখিতভাবে লাশ দাফনের অনুমোদন দেন।

পরে আমরা জেলা প্রশাসক স্যারের অনুমতি ক্রমে তাদের লাশ দাফনের ব্যাবস্থা করতে বলি।

এদিকে আত্মহত্যার ঘটনা শোনার পর মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি ও সার্কেল এসপি মুস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গাংনীতে দুই প্রবাসীর জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়া গ্রামের দুই প্রবাসীর পরিবার থেকে দুই হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ানুর রহমান এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ জরিমানা আদায় করেন।

এরা হলেন- সিঙ্গাপুর প্রবাসী মাসুদ রানা ও একই গ্রামের সৌদি আরব প্রবাসী জিল্লুর রহমান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, মাসুদ রানা বাড়ি থেকে লাল পতাকা খুলে রেখেছেন আর জিল্লুর রহমান বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। মাসুদ রানাকে কোয়ারিন্টিন করা এবং জিল্লর রহমান সেখানে রয়েছে সেখানেই কোয়ারিন্টিন নিশ্চিত করতে পরিবারকে নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মুজিবনগরে হোম কোয়ারেন্টাইন পর্যবেক্ষন করেছেন সেনাবাহিনী

মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা সকল ব্যাক্তিরা ঠিকমত বাসাতে অবস্থান করছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে বাসায় বাসায় যেয়ে পর্যবেক্ষন করেছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

এ সময় সকলকে বাসায় বাইরে না বের হবার জন সতর্ক করে আসছে।এবং আতংক না হয়ে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক সকলকে নির্দিষ্ট দিন প্রযন্ত ঘরে অবস্থান করার জন্য বিশেষ ভাবে আহব্বান করেছেন।

সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া,সোনাপুর গ্রামে সচেতনতামূলক প্রচারণা করা হয় । করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসাধারণকে সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনী ও

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা করা হয়।

মুজিবনগরে করোনা প্রতিরোধে প্রচারনায় সেনাবাহিনী জনগনকে আতংক না হয়ে নিজ নিজ ঘরে থাকার আহব্বান জানিয়েছে।সাথে নিজ নিজ যায়গা থেকে সকলকে সতর্ক থাকার জন্য প্রতিটা গ্রামে যেয়ে জনগনের মাঝে বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক বার্তা পৌছে দিয়েছেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, সেনাবাহিনীর বগুড়া ৪০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন নাসির উদ্দিন সহ সেনাবাহিনী,পুলিশ সদস্যরা প্রচারণার কাজে অংশগ্রহণ করেন।

গাড়াবাড়িয়ায় অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া দিনমজুর অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালের দিকে গাড়াবাড়িয়া হত দরিদ্র দোকানদার ও দিন মুজুরদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন ।

গ্রামবাসীর সহযোগিতায় ও যুব সমাজের উদ্দ্যেগে ইয়ূথ এর মেহেরপুর জেলা সমন্বকারী মোঃফিরোজ আহম্মেদ পলাশ-এর প্রচেষ্টায় হত দরিদ্র অসহায় দিনমজুর মানুষের মাঝে খাদ্য সমগ্রি বিতরণ করে।

খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, আলু পেয়াজ, রশুন, ঝাল, হুলুদ, লবন, তৈল ও সাবান ইত্যাদি।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রভাষক রেজা, শিমুল, সহ আরো অনেকে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নিজ উদ্যোগে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ৫০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য তুলে দেন পুলিশ সুপার নিজেই।

সেই সাথে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বান জানান।

আগামী বৃহস্পতিবার আরও কিছু দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, গাংনী থানার ওসি ওবাদুর রহমান,

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

মরহুম সাফায়েত হোসেন এর স্বরণে- বন্ধুরা

অকালে না ফেরার দেশে চলে গেছেন হোমিও চিকিৎসক সাফায়েত হোসেন। তার মৃত্যুতে আগেব ঘন ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন তার এক প্রিয় বন্ধু৷

ফেসবুক স্ট্যাটাসটি হুবুহু তুলে ধরা হলোঃ

“মৃত্যু” একটি নির্মম বাস্তবতা। যা কোন বয়স দেখে না, কোন প্রয়োজন বুঝে না, কোন মানবতা বুঝে না।

বুঝে না পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ কতটা ভারী! জানতে চায় না বাবার অবর্তমানে ছোট সন্তানেরা কিভাবে লালিতপালিত হবে? মৃত্যুর ফেরেস্তা শুধুই প্রতিপালক কর্তৃক নির্ধারিত সময় বুঝে, যার মুহূর্তকাল আগ পিছ সে করে না।

বন্ধু ডাঃ সাফায়েত আজ আমাদের থেকে চির বিদায় নিয়েছে, বন্ধু বখতিয়ার লিখেছে আমাদের সিরিয়াল শুরু হলো।

বন্ধু ডাঃ খায়রুজ্জামান পিনু বলছিল সাফায়েত ৩/৪ বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে পরকালের জন্য, কিন্তু আমরা কতটা প্রস্তুত..!! মহান আল্লাহ বলেন “মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এটাই সেটা যা হতে তোমরা অব্যাহিত চেয়ে আসছ” (সূরা কাফ ১৯)।

বন্ধুরা, সাফায়েত আজ নির্জন অন্ধকার কবরে একা, আমরাও প্রস্তুতি নেই সেখানে যাওয়ার।

হে আল্লাহ! আপনি সাফায়েত কে ক্ষমা করুন, তাকে দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন, তাকে মাফ করে দিন, তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন।

আপনি তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছেন। আর তাকে তার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর, তার পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার প্রদান করুন।

তাকে কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান আমিন…!!

সংগ্রহীত

মেহেরপুরে ২০ পরিবারের দায়িত্ব নিলেন যুবলীগ নেতা জনি

মেহেরপুরে ২০ পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন যুগলীগ নেতা মিজানুর রহমান জনি।

করোনা ভাইরাসের কারনে মেহেরপুরকে গত ২৪ তারিখ সন্ধার পর থেকে লক ডাউন করা হয়েছে।

এতে খেটে খাওয়া কিছু মানুষ তাদের কাজকর্মে যেতে না পারায় মেহেরপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের ২০ জন অসহায় পরিবারের নিজ সার্মথন অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছেন।

সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান জনি বলেন, প্রতিদিন আমার নিজ ২ নং ওয়ার্ডে ২০ জন অসহায় পরিবারের মাঝে চাউল, ডাউল, মাস্কসহ কিছু টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছি।

যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় ততদিন ২০ জন অসহায় পরিবারের সঙ্গে থাকবো।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ওমেদারের বাড়িতে জি আর’র চাল

বিশেষ বরাদ্দের (জি আর) চাল জেলা প্রশাসকের অফিসের ওমেদার মহিদুরের বাড়িতে পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী ২৮ বস্তা চালের কথা বলে অভিযোগ করলেও তার বাড়িতে গিয়ে পাওয়া গেছে ৯বস্তা। তবে জানতে করলে তিনি ১৬ বস্তা চাল পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। তবে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন তাকে ৫০০ কেজি চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে নৈশ প্রহরী শহিদ আলীর বাড়িতে এ চালগুলো পাওয়া যায়। ওমেদার মহিদুর রহমান শহীদ আলীর ছেলে। চালের বস্তায় লেখা রয়েছে “শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ” খাদ্য অধিদপ্তর, নেট ওজন ৩০ কেজি।

শহীদ আলী জানান, আমি ডিসি স্যারের অফিসের নৈশ প্রহরীর চাকরি করি। আমার ছেলে তিন বছর ধরে ডিসি স্যারের গাড়ি ধোঁয়া মোছার কাজ করে। সে কোন বেতন পায় না। সে কারণে ডিসি স্যার তাকে ৫০০ কেজি চাল খেতে দিয়েছেন।

ছেলে মহিদুর রহমান জানান, ডিসি স্যার আমাকে কোন বেতন দেন না। তাই চাল গুলো খেতে দিয়েছে।

গ্রামবাসী নজরুল ইসলাম ও সাদ্দাম হোসেন জানান, এই দফায় ২৮ বস্তা চাল নিয়ে এসেছে তারা। এরকম মাঝে মধ্যেই চাল নিয়ে আসেন। দেশে করোনার বিপর্যয়ে অনেক গরিব মানুষ খেতে পাচ্ছেনা। অথচ ডিসি অফিসের কর্মচারীর বাড়িতে এতগুলো চাল।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গণি বলেন, নৈশ প্রহরী শহীদ আলীর ছেলে মহিদুর রহমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওমেদার হিসেবে কাজ করেন। আগের জেলা প্রশাসক মহোদয়রা প্রতিবছর তাকে এক মেট্রিক টন করে জিআর (জেনারেল রিলিফ) চাল বরাদ্দ দিয়েছেন। আমি দেড় বছরের মধ্যে এই প্রথম গত ১১ মার্চ তাকে হাফ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছি। এছাড়া যদি অন্য কোন চাল তার বাড়িতে থেকে থাকে তবে সে দায়ভার তাকেই নিতে হবে।

চালের বস্তার লেখা নিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য অধিপ্তরের শ্লোগান ওটা। তাই যে কোন প্রকল্পের চালের বস্তায় এ লেখা থাকতে পারে।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে ছাত্র উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের কারণে কাজ কর্মে ভাটা পড়েছে সাধারণ মানুষের। অনেকেই সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। এসব পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয় ছাত্র উন্নয়ন সংঘ।

মানবিক কারনে খাদ্যসামগ্রি হাতে নিয়ে ঘুরছেন অস্বচ্ছল মানুষের দুয়ারে দুয়ারে। পৌছে দিচ্ছেন খাদ্য সামগ্রি। সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের শতাধীক পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি।

এ সময় তারা অসহায় পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে খাবার সামগ্রী পৌছে দেন। এবং তাদেরেকে বাড়িতে অবস্থান করার পরামর্শ দেন । সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট বাবসায়ী সাজ্জাদ হোসাইন পলাশ জানান তাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের চাকুরীজীবী সেবা সংস্থার আয়োজনে হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারণে ঘরে থাকা নিম্নবিত্তদের মাঝে সোমবার এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোতাহার হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবীর, জেলা মার্কেটিং অফিসার সহিদুল ইসলাম ও ছয়ঘরিয়া গ্রামের চাকুরীজীবী সেবা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান।

অনুষ্ঠানে ১২০টি পরিবারের প্রত্যেককে ১০ কেজি চাল, এক কেজি ডাল, দুই কেজি আলু, এক কেজি পেঁয়াজ, এক কেজি লবণ, আধা কেজি তেল ও আধা কেজি মরিচ দেয়া হয়।